

দীর্ঘ 50 বছর অতিক্রম করে যে বিপ্লবীরা নানান বাধা বিপত্তি, আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে লড়ে চলেছে এক কঠিন লড়াই। যারা সত্তরের দশক কে শেষ হয়ে যেতে দেখেনি। যারা আপোষের মধ্যে দিয়ে সংস্কারের পথ বেছে নেননি। যারা প্রত্যেকটা মুহূর্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তিলে তিলে মস্ন করে তুলছে ভারতীয় বিপ্লবের দুর্গম পথ। যারা সেদিনের সত্তরের বিপ্লবী অভুত্থানকে আজ শ্রমিক-কৃষক-নারী-ছাত্র-যুবর আজাদির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যে আনতে সক্ষম। যারা অক্লান্ত, অসীম, অশেষ, দৃষ্ট, চঞ্চল, হতাশাহীন। যারা শাস্ত্র কিন্তু লক্ষ্যে অটল। যারা এখনো হাসতে ভোলেনি, গানগাইতে ভোলেনি, ভালবাসতে ভোলেনি সেই সব বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধার্থ।



দাবানল



বস্তিবাসীর Smart City

শহর গিলে খাচ্ছে সব কিছু। গ্রাম-এ কাজ হারিয়ে শহরে এসেছিল ওরা, আজ থেকে ১০-১২ বছর আগে। এখানে তারা কেউ মজদুরি, কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ বা চা-সিঙ্গারা বা সন্ধির দোকান করে দিন কাটাত। আজ আবার তারা বাস্তুহারা।

ঘটনাটি শুরু হয় ৩ মাস আগে ছত্তিশগড় রাজ্যের বিলাসপুরে। কিছু বস্তিবাসীর হাতে ধরিয়ে দাওয়া হয় ঘর ছাড়ার নোটিস। জমতে থাকে ক্ষোভ। কিন্তু বেশিরভাগ পরিবারের-ই নাম আসেনা নোটিসে। নোটিস আসার সাথে সাথে বহু রাজনৈতিক দল আসরে নেমে পরে। প্রথম বিজেপি বিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগাতে ময়দানে নেমেছিল কংগ্রেসের দুটি গোষ্ঠী, একটি রাহুল গান্ধীর, অপরটি পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর। তারা প্রতিশ্রুতির বন্যা বহিয়ে দিয়েছিল। এছাড়াও এসেছিলো বহুজন সমাজ পার্টি (BSP), আম আদমি পার্টি (AAP)। এমনকি AAP প্রতি ঘর থেকে ১০০০ টাকা চায় আন্দোলন এর জন্য। মানুষ গুলি ঘুরতে থাকে গোলোক ধাঁদায়।

২৮-শে জুলাই, গ্রামবাসীর কংগ্রেস নেতার নেতৃত্বে আবাসন মন্ত্রীর ঘর ঘেরাও করে। মন্ত্রী মশাই প্রতিশ্রুতি দেন সকলের জন্য অন্য বাসস্থান করে দেবেন। যাদের নোটিসে নাম নেই তাদের ঘর ভাঙা হবেন। সকল মিডিয়া TELECAST ও করে।

কিন্তু পরের দিন-ই চিত্র যায় বদলে। চলে আসে কয়েকশো পুলিশ। সাথে আসে রাফুসে bulldozer। নিমেষে ভাঙতে থাকে একের পড় এক ঘর। বাস্তুহারা হতে থাকে হাজারে হাজারে। যাদের নোটিসে নাম ছিলোনা তাদের-ও ঘর নির্ধিধাই ভাঙা হয়। BJP-সরকারের নির্দেশে মন্দির বাদে সব কিছু (এমনকি বেসরকারি মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-ও) ধুলোতে পরিণত হয় নিমেষে। হিন্দুদের পেটে লাথি মারলেও বিশ্বাসে লাথি মারার সাহস হয়না ওদের। ছবি তুলতে গিয়ে পুলিশের বাঁধার সম্মুখীন হই আমি। যারা প্রতীবাদ করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ২ মাস আগে কিছু কিছু ঘড়ে সরকার “সচ ভারত অভিযান” থেকে ৪০০০ টাকা নিয়ে পায়খানা বাথরুম বানিয়ে দিয়েছিল, ভাঙা পড়ে সেগুলোও। অদুত ভাবে গত ৫ দিনে আর কোন মিডিয়া বা রাজনৈতিক দল কে এখানে আশতে দেখা

যায়নি। যারা ঘর (FLAT) পেলো সেখানের অবস্থা আরও করুণ। যাদের দোকান ছিল ঘড়ের সাথে লাগোয়া, তাদের ঘর দিয়েছে ৩ তলায়। বিদ্যুৎ নেই, জল নেই, দরজা ঠিক ভাবে লাগেনা, জানলার কপাট নেই, মেঝে অসম্পূর্ণ, বাথরুম ব্যবহার যোগ্য না। এতো নিম্নমানের বস্তু দিয়ে ঘর বানানো যে যোরে পা ফেললে-ই সিমেন্ট খোসে যাচ্ছে। উপর তলার পড়িবার গুলি সিঁড়ি দিয়ে নেমে পুকুর থেকে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে ব্যবহারিক কাজে।

সকলে বাথরুম পায়খানা কোরতে অন্য যায়গায় যাচ্ছে।

তার জন্য খোলা হয়েছে PAY AND USE TOILET !!!

সত্যি, SMART CITY তে যায়গা নেই বস্তিবাসীর।

#অনির্বান

Burning Kashmir : When The State Goes Against The Masses

In his well known essay 'What is a Nation?' that was written with the then arousing French nationalism at its core, Ernest Renan was perhaps one of the first philosophers to come up with a convincing definition of a nation and the grave errors one can create while demarcating a country and a nation. He was one of the first to perceive that a nation is not demarcated with barbed wire but an incandescent warmth that one feels while being able to constitute unity. A nation is not merely a subject of administration and jurisdiction. A nation, very often, is anti-monarchy, it's a body consisting of the flora and fauna, all that there is in a geopolitical territory, bound at heart because the population is willing, at the first place.

A nation is but a culmination of ideas of the individual as well as that of the collective unit that consists of the individual. A nation comes to be a nation while fighting obnoxious forces that suppresses its culture, its people and thus - its life. A nation is the art of belonging to and belonging with merged all along. The moment the culture is anti-cultured, the moment the people strewn and dispersed, the nation loses its existence.

As Amir Khusrao had put it - "Agar firdous baroye zameen ast, hami asto, hami asto hami ast" ; "If there has to be heaven on earth, then it is here, it's here and only here." In the eternal realm of beauty exists the elegance of Kashmir - ornamented by the Himalayas and embellished with the amazing landscape of lakes and snow-covered valleys that regain their greenery faithfully every spring, Kashmir has to be entitled heaven on earth. Kashmir is blessed with the geographical ability of producing the best quality Cashmere and Saffron and a marvelous landscaping capable enough of attracting millions of tourists every year. But appearances can then again, be far more real than apparent perception and thus deceptive.

The problem began as the British started occupying the country (i.e., the nation that was still being developed back then). Kashmir was a Muslim dominated area with a Hindu king, Raja Hari Singh - who refused to form any other coalition and wanted to emerge as an independent ruler. But that only instigated tribal attacks by the then Pakistan side, clearly denoting foreign exploitation over indigenous exploitation of the indigenous Muslims who are and have always been the real inhabitants of Kashmir. The first overtly enthusiastic Prime Minister of India was bubbling with energy to accelerate the process of intertwining the states of India into liquid utopia of a dreamy fairyland. That as expected, did never materialise. Gradually, as Raja Hari Singh lost power and was dethroned despite his claims of being "a nationalist first and then a Maharaja", Nehru began vesting interests in his then political mate, Sheikh Abdullah, the emerging leader in Kashmir with a large following amidst the core of the Muslim indigenous population. But over time, when even Abdullah started preparing for a new, independent Kashmir, Nehru jailed him, turned down chances of any possibilities of holding a plebiscite and went to the UN. The dreamer who rested in the energetic soul of the first prime minister of India nonetheless began exhibiting uncanny interests in conforming to imperialism. The result, of course, is the price that the innocent civilians are paying now - in blood and bone marrow. The blindfold being religion, the truth is hidden in Potassium Nitrate and the White House.

And amending the old saying to a limited, licit extent - the twenty first century is ready to explain to you how very viable everything is in war (often viability coinciding with possibility). What cop brutality is in the States today is what AFSPA (Armed Forces Special Power Act; enacted and readily put to (ab)use in 1958) stands for in India, especially in Jammu and Kashmir and the northeastern states. On top of the dangerous game of death that one has to consider a random choice, for which he insures with the ransom of his own life follows the brutal torture than AFSPA has continued for nearly six decades now. Despite the huge number of rape, other forms of sexual torture, arrest and subsequent torment without a proper warrant or even complaint, the Indian government is busy ratifying in the minds of the Hindu majority the idea of a nation - a pro-Hindu, pro-violence, pro-religion, pro-antifeminism, pro-capitalist nation; all of which has been strengthened by the coming into power of BJP, backed up by one of the most fundamental religious parties of the country - the father of BJP, RSS. Though the INC has not been much of a failure in terms of running a very non-transparent, nearly opaque, corrupt reign of several decades, the BJP has to be crowned the best in this aspect. What is awfully shocking but expected indeed is that AFSPA has been receiving funds directly from the US state departments.

The last link in the bibliography section, which is a Wikileaks document that contains data in a digital microfilm (the reason why you can access only the metatype version) clearly reveals that the reimbursement of the AFSPA in 1974 was funded by the state machinery. On one hand, supplying arms on a large scale to Pakistan and also to Kashmir and keeping the

একটু অন্য দিকে

আজকালকার তাজা মুচমুচে খবর গুলোর মধ্যে লঙ্কার ঝালটা দেয় রকজনতা রা। যেন দারুন একেলে ব্যাপার। বৃদ্ধরা ঝাঁপ দেবে 'বখাটে' তকমা লাগাতে আর বোদ্ধা প্রজাতির লোকরা তো আছেই, দাঁড়িপাল্লায় মাপার জন্য - কে কতটা ঝাঁপাল আর কার মুখ দিয়ে কটা খিস্তি বেরোল। কিন্তু রক কি শুধুই তাই? জন লেনন এর বিখ্যাত রক গান 'ইমাজিন' শুনে আমার বা কারোর ই মস্তক ঠোকার প্রবনতা জাগেনি। তবে সে কি পাতলা হয়ে গেল? সমস্যা আসলে দৃষ্টিভঙ্গীতে। রবিঠাকুর আগেই উল্লেখ করে দিয়েছেন -

"আমারই চেতনার রঙে পাল্লা হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে"

চেতনার হস্তক্ষেপ যদি না থাকে তবে, নতুনত্বের পথ চটজলদি শিব ঠাকুরের তৃতীয় নয়নে গিয়ে পরবে। তার ধ্বংসাবশেষ তৈরি হতে বিশেষ সময়ের দরকার হবেনা। যুবসমাজ - তার বুকে তেজ, হস্তে বল, মাথায় দায়িত্ব, রঙে আগুন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের চালিত করা তুলনামূলক ভাবে সহজ, তারা ভাবতে পারে। সেই সমাজ বেশি সময় ধরেই বিচলিত থাকে কারণ, ইমোশন বেশি হবার দরুন নানান না বলতে পারা সমসার হাতে নিজেই দন্ধ হতে থাকে। তাদের দরকার হয় তাদের মত করে বলা, তাদের দুঃখ নিয়ে বলা কিছু লাইন, যাকে তারা আঁকড়ে ধরতে পারে।

রক এনে দেয় সেই প্ল্যাটফর্ম। তারা নবীনদের তাদের মতো করে পরিস্থিতি বোঝায় এবং প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেয়। রকের আবহে মেলবন্ধন ঘটে প্রত্যেক যুবক হৃদয়ের। এজন্যই আজ 'Working class Hero', 'Live and Let Die', 'হাসনুহানা' একুশ বছরের ইয়ারফানে ভক্তিগীতির তুলনায় বেশী প্রাধান্য পায়।

#সায়ন

violence alive in order to exploit whatever is left to be exploited from India is a masterclass propaganda, almost exempt of loopholes.

The Kashmiri people (including Kashmiri Pandits) do not hold a very peachy relationship with the Indian military. The training procedure that those entitled to work for AFSPA have to go through is very questionable. In fact, the military themselves act somewhat cynical in these states. The Psy Ops was never meant to teach you Renaissance and Poetry but the military is not similarly brutal in most of the other states across the country. Also, it is a tough task to call India a nation - the bond has been murdered since the very first rays of sunlight penetrated the earth's enthrallment on 15th August, 1947. In a country with differences in culture and lingual attributes every 15 kms, it's a next to impossible task to establish nationalism unless an imperial power is engaging into direct torture. In fact, the shrewdness of the INC for all these years (and now the BJP) are the two sides of the same coin. India is a state now, and as tortuous as states are across the globe. The frequent lathi charge, mutilation, bombing, sexual torment is not something people have the ability to tolerate for too long. Both India and Pakistan want the land - and for very political and subsequently econo-political perspectives. The political consists of the ego and the tactics, the blindfold as said, being religion. The Kashmiri Pandits are not much bothered by the presence of the Muslims, in fact they are not a pro-Hindu group at all! The Indian army has no mercy for the civilians of Kashmir, irrespective of their religious differences. A considerable part of Kashmiri civilians, irrespective of religion, are thus joining hands with the militants.

আগের পাতার পর...

While all the countries,including China helping Pakistan (and thus indirectly United States of America) out,the day is not very far when the indigenous Kashmiri population begins armed revolt against the government.And once that happens,the rest is very very unpredictable.Kashmir is not confined as a mere national issue anymore,it is and has been international since the formation of the UN in 1950 and now it's rolling down only towards what's worse.

Who owns people?Who is the master?He who is the painter is not the cartographer anymore.He who burns and burns,is.

#Titas

আমার দেশ - শত্রু কে ?

আমার দেশের ইতিহাস এতটাও সংকীর্ণ ছিল না যতটা করে তোলা হয়েছে আজ। আমার দেশের ইতিহাসে 'মহান' রাজা এবং তাদের যুদ্ধান্ত্র ছাড়াও ছিল কৃষকরা যারা রাজার অর্থনীতি ধোরে রাখত ।খাজনা দিত জমিদারদের, জমিদাররা তার একটা বর অংশ দিত রাজাদের।দেশে চলতো শ্রেনী এবং ধর্ম-বর্ণের এক জটিল সংমিশ্রনের রাজনীতি ও অর্থনীতির কে মধ্যমণি করে।

আজ এক গোরক্ষক টিভিতে বললেন,

"Cow is a constitutional animal and BJP understands people's emotions."

আচ্ছা দাদা বলতে পারেন জুতো বানানর সময় গরুর চামড়া কোথা থেকে আমদানি করা হয় ?

আচ্ছা বলতে পারেন গরুর মাংস এছাপোর্টে ভারত কেন এক নাস্তার স্থান নিয়েছে ?

আপনি বলতেই পারেন ওসব মরা গরু।আচ্ছা দাদা পবিত্র গরু মরে গেলে কি তার পবিত্রতাও লোপ পায় ?

আপনি বলবেন হয়ত অত শত জানিনা বাপু। বেদ পড়ে দেখে নাও। দাদা আপনি কি জানেন বেদের মহান পন্ডিতেরা গরুর চামড়া থেকে মাংস , দুধ সবই নিজেদের পুজো এবং ভোজনার্থে কাজে লাগাত। এমনকি তারা কচি বাছুরও ছাড়তেন না। "গো" শব্দটি বেদে শুধু গোরুর ক্ষেত্রেই নয় বরং যেকোনো সম্পদের ক্ষেত্রেই ব্যাবহার করা হয়েছিল যেমন জল, রশ্মি, বাক্য, পৃথিবী, প্রভৃতি। আমাদের "ধর্মগুরুরা" যতোই তা "গরু " বলে চালাননা কেন তা বেদে "গো" রূপেই থেকে যাবে। আপনি 'জয় শ্রী রাম' বলে আমার ধড় থেকে মুন্ডু আলাদা করার হংকার দিতেই পারেন কিন্তু কখনো কি আপনার মনে এই প্রশ্ন জাগবে না যে এই রামজি কোনদিন গোভক্ষণ করেছেন কিনা?

হিন্দু শাস্ত্রে গরু খাওয়ার নির্দেশ (সংগৃহিত) :

ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রগুলি শাকাল ভোজনের উপর তেমন বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি বরং শাকাল ভোজন থেকে গোমাংস ভোজনের উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। অতিথিদের ভোজনের উদ্দেশ্যে গোমাংসই শ্রেষ্ঠ এমন উপদেশ আমরা বেদ এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে ভুরি ভুরি দেখতে পাই। অতিথিরা গরুর মাংস বেশি খেতে পছন্দ করত বলে তাদের “গোপ্ল” বলা হত। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে শ্রাদ্ধাদি কাজে অতিথিদের গোমাংস ভক্ষন করলে পূর্বপুরুষ এক বৎসর স্বর্গসুখ পেতে পারে এমন উপদেশ পিতামহ ভীষ্ম দিয়েছিল যুধিষ্ঠিরকে (মহাভারতের অনুশাসন পর্ব ৮৮ অধ্যায়)। বিরাট রাজার গোশালায় অজস্র গরু বলি দেওয়া হত তার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ন কাহিনীতে রাম যে গরুর মাংসের সাথে মদ খেতে ভাল বাসত তার উল্লেখ আছে। বনবাসকালে রাম তার মাতার কাছে আক্ষেপ করে বলেছিল যে সে ১৪ বছর গরুর মাংস খেতে পারবেনা, সোমরস পান করতে পারবে না এবং স্বর্ণ পালঙ্কে ঘুমাতে পারবে না।

শতপথ ব্রাহ্মণে গো হত্যা এবং গোমাংস খাওয়ার বিধান রয়েছে(১১১/১/২১)

ঋকবৈদিক কালে আর্যরা গরু খেত তার পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায়।

“ ইন্দ্র বলল তাদের খাওয়ার জন্য ১৫ প্লান ২০টি ষাঁড় রান্না করা হয়েছে (ঋক X.৪6.14)। এই ভাবে

ঋকবেদেঅগ্নির উদ্দেশ্যে ঘোড়া, বলদ, ষাঁড়, দুগ্ধহীন গাই এবং ভেড়া বলি দেবার কথা উল্লেখ আছে। এই সমঃ

আরো দেখা যায় যে গরু বা ষাঁড়গুলিকে আর্যরা তরোয়াল বা কুড়ুল দিয়ে হত্যা করত।

একটি বেঁটে ষাঁড় বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে, একটি চিতকপালী শিংওয়াল গরু ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে, একটি কাল গরু

পুষানের উদ্দেশ্যে, একটি লাল গরু রুদ্রের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হত।

তৈত্রিয় ব্রাহ্মণে “পঞ্চশারদীয়-সেবা” নামে একটি ভোজন অনুষ্ঠান পাওয়া যায় যেখানে যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ ১৭টি ৫ বছরের নীচে গোবৎস কেটে রান্না করে অতিথিদের পরিবেশন করা।

বাল্মীকি রামায়ণের আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডে স্পষ্ট করে লেখা আছে — “রাম গোমাংস ভক্ষণ করতেন”।

বনবাসে যাবার পথে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ভরদ্বাজ মূনির আশ্রমে উপস্থিত হলে মূনিবর মধুপর্ক, বৃষ মাংস

এবং ফলমূল দিয়ে তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ ২/৫৪)।

ঋক বেদ সংহিতায় “বিবাহসূক্ত”-এ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমাগত অতিথি-অভ্যাগতদের গো-মাংস পরিবেশনের জন্য একাধিক গোরু বলি দেওয়ার বিধান আছে (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০/৮৫/১৩)।

চাণক্য তাঁর “অর্থশাস্ত্র”-এ, বলেছেন — (১) গোপালকেরা মাংসের জন্য ছাপ দেওয়া গোরুর মাংস কাঁচা অথবা শুকিয়ে বিক্রি করতে পারে (অর্থশাস্ত্র ২/২৯/১২৯)।

চরক বলছেন – গো-মাংস বাত, নাক ফোলা, স্ফর, শুকনো কাশি, অত্যাগ্নি (অতিরিক্ত ক্ষুধা বা গরম), কৃশত প্রভৃতি অসুখের প্রতিকারে বিশেষ উপকারী (চরকসংহিতা ১/২৭/৭৯)।

সুশ্রুতও একই সূরে বলেছেন – গো-মাংস পবিত্র এবং ঠান্ডা। হাঁপানি, সর্দিকাশি, দীর্ঘস্থায়ী স্ফর, অতি ক্ষুধা এবং বায়ু বিভ্রাটের নিরাময় করে (সুশ্রুতসংহিতা ১/৪৬/৪৭)।

স্বামী বিবেকানন্দ তো পরিষ্কার বলেছেন যে ব্রাহ্মণরা গরুর মাংস ভক্ষন করত। তবে হঠাৎ কেন বামূনেরা এত গো-প্রেম দেখাতে শুরু করেছে যে তারা নিরীহ মানুষকেও হত্যা করতে দ্বিধা করছে না?

কোটি টাকার প্রশ্ন !

বন্ধুরা কী বলেন?

আপনি কৃষ্ণ ভক্ত হতেই পারেন থাকতেই পারে আপনার নিজস্ব আঞ্চলিক বিশ্বাস । কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনিই এক মাত্র প্রকৃত হিন্দু । হিন্দু ডায়ালেক্টিক্স এর বিশেষত্ব এই খানেই যে এর ডায়ালেক্টিকাল ভিত্তী স্বতন্ত্র এবং এই "হিন্দু" নামক ধর্মের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই যেখানে জীবনের প্রত্যেকটা পদে ঈশ্বর গুচ্ছের নিয়ম খাড়া করেছেন। বরং ধর্মের বই গীতা কিছু পরামর্শ দিয়েছে জীবন কে কি করে আরো সুপথে চালিত করা যায় । এবং এটি তার একান্ত নিজস্ব মতামত।

আজ যারা হিন্দু ধর্ম কে নিজেদের মত করে রাষ্ট্রে কায়েম করতে জথেষ্ট দুর্ ব্যাবহারের উপযোগী করে তুলছে তখন এই ধর্ম তত্ত্বের স্বতন্ত্র ভিত্তীই হতে পারে আমাদের ধার্মিক দাঙগাবাজদের বিরুদ্ধে চরম অন্ত্র।

→→Bibliography

BBC Documentary on Kashmir - 'The Whole Truth'

▯ INDIA/SOUTH ASIA-Pakistan Writer Calls For UN Probe in Mass Graves Unearthed in Indian Kashmir (Wikileaks document)

▯ INDIA/SOUTH ASIA-Pakistani Editorial Urges Government to Support Jihad in Kashmir (Wikileakd document)

▯ https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_abuses_in_Jammu_and_Kashmir

▯ "What is A Nation?" by Ernest Renan

▯ Hindu Of Jammu Kashmir Want Freedom From Indian Occupation (https://www.youtube.com/watch?v=NH1QpDf_qCc)

▯ https://en.wikipedia.org/wiki/1998_Wandhama_massacre

▯ https://en.wikipedia.org/wiki/Kashmir_conflict

▯ http://knowledgeofindia.com/history-of-kashmir-issue-and-jawaharlal-nehru-mistake

▯ India and the Arms Trade Treaty: Making Disarmament Meaningful to People's Lives

▯ https://www.armscontrol.org/print/391

▯ Reimbursement of AFSPA (Wikileaks document)

পাশ্চাত্যের নাস্তিকতা নয় বরং বৌদ্ধিক নাস্তিকতাই জাতপাতের বিরুদ্ধে এদেশের চরম অন্ত্র। ধর্মের মৌলবাদী রূপান্তর কে যারা প্রশয় দিচ্ছেন তারা নিজেদের অজান্তেই রোমন্থন করে প্রকট করে তুলছেন ধর্মের বিসাক্ত দিক গুলোও যা তারা সামাল দিতে পারছেন না অথবা চাইছেন না। প্রকট হচ্ছে ধর্মের ভিতর বিভিন্ন জাতের অন্তরদ্বন্দ্বগুলি। করপোরেট প্রেমি "ধর্ম প্রাণ" ধর্মের দালালেরা টাকার লোভে ধর্মও বেচে দিচ্ছেন। বড়ো বড়ো বিদেশী কম্পানির হাতে স্বল্প সুদে দেওয়া হচ্ছে বিশাল বিশাল জমি। তারা তুলে নিয়ে যাচ্ছে কয়লা, বক্সাইট, জিঙ্ক, তামা, লোহা। যাদের জমি তারা হারাচ্ছে নিজেদের বাসস্থান, উপার্জন। বিদেশী কিংবা দেশীয় মালিকেরা সেই সম্পদ বেচে দিচ্ছে আবার আমাদেরই। "ধর্মপ্রাণ" নেতারা ধর্মের নামে বিধান সভা দখল করছে তারপর চলছে আদিবাসী উচ্ছেদ, দলিত হত্যা। ধর্ম কি এই শেখায় ?

গীতা শেখায় হিন্দুত্ব হল একটি জীবন ধারণের পথনির্দেশক। ধর্ম সেখায় সত্যই ধর্ম, কর্মই ধর্ম, বিবেকানন্দের ভাষায়, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন পূজিছে ঈশ্বর"। মানে প্রত্যেক মানুষ ও অন্যান্য জীবই আছে ঈশ্বর। যদি এই সবই ধর্ম হয় তবে প্রতিহিংসা পরায়নতা আসছে কোথা থেকে? এক উঁচু জাতের নিচু জাতের উপর প্রতিহিংসা আসে কোথা থেকে? এক ধর্মের অন্য ধর্মের উপর প্রতিহিংসা আসছে কোথা থেকে?

এইখানে ধর্মের প্রতি ধর্মের প্রতিহিংসা প্রশ্নে আপনি বলতেই পারেন মুঘলরা আক্রমণ করে মুসলিম রাজ স্থাপন করে। কিন্তু মুঘলদের আগেও আরব রাজতন্ত্র বার বার আক্রমণ করেছে ভারতীয় ভূখন্ড।তার আগে রাজা আলেক্সান্ডার আক্রমণ করেছেন এবং বিফল হয়েছেন মৌর্য রাজতন্ত্র কে পরাস্ত করতে। তবে শেষ পর্যন্ত কীকরে সফল হল তার? মৌর্য রাজতন্ত্রের শেষে বৈদিক জাতপাত মারাত্মক প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে। তখনকার ভারত ভূখন্ডের সংখ্যাগুরু শুদ্ররা সব থেকে নিচু জাতের হওয়ার ফলে তারাই সবথেকে কম সুযোগ সুবিধে পায় আর সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণরা জাতের দিক দিয়ে সর্বোপরি হওয়ার ফলে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে সমর্থ হয় । মুসলিম রাজতন্ত্র এই শক্তির অসম বন্টন কে কাজে লাগায়। তাদের লক্ষ্য ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের মুসলিম ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করা নয় বরং তাদের লক্ষ্য ছিল বলে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের অনুকূল রাজতন্ত্র কায়েম করা।বর্ণবৈসম্য কে কাজে লাগিয়ে তারা এই কাজে সফল হয় । হাজার হাজার নিচু জাতের মানুষ ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষের হাত থেকে বাঁচার আশায় কিংবা মুসলিম রাজতন্ত্রের চাপে পড়ে ধর্মান্তরিত হয়। মুসলিম রাজতন্ত্র বৈদিক সমাজের আভ্যন্তরিণ জাতিগত দ্বন্দ্ব কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অনুকূল দীর্ঘস্থায়ী রাজতন্ত্র কায়েম করতে সফল হয়।

যদিয় ধর্মান্তরিত হয়েও নিচু জাতের মানুষগুল তাদের মনুষ্বতের মর্ষাদা পায়নি। তারা "ধর্মান্তরিত মুসলিম" হয়েও সেই একি বিদ্বেষের সন্মুখিন হয় আরবের "আসল" মুসলিমদের কাছে। ফলে নিপিড়িতরা নিপিড়িতই রয়ে যায়। শুধু রাজতন্ত্র, ধর্ম এবং সময়টা পাল্টে জায়।

আজ যে মুসলিমদের উপর হিন্দু মৌলবাদিরা আরবিয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভ উগ্রে দিচ্ছে তারা ভুলে যাচ্ছে কিংবা তাদের ভোলান হচ্ছে যে আজকের দিনের বেশির ভাগ ভারতীয় মুসলিমই সেই সময়কার "ধর্মান্তরিত" মুসলিমের বংশধর। যারা ছিল এই মাটিরই আদি বাসিন্দা।এবং যদি আর একটু গভীরে যাওয়া যায় আমরা দেখব যে সেই ধর্মান্তরিত মুসলিম এবং যারা ধর্মান্তরিত হয়নি সেই নিচু যাতের শুদ্ররা আজও একই ভাবে তাদের নিজস্ব স্বঘোষিত ধর্ম নির্নায়কদের অন্ধভক্ত হয়ে আজও খেটে যাচ্ছে কলকারখানায়, খেত-খামারে এক চিলতে অধিকার অর্জনের আশায়। যখনি এরা একত্রিত হয়ে অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে হাতে হাত মেলাচ্ছে করপোরেটের দালাল অর্থলোভি স্বঘষিত ধর্মযাকেরা ঢেলে দিচ্ছে একটু খানি বিষ, নিপিড়িতদের একত্রিত শক্তিকে করে দিচ্ছে ছত্রাষ্ণাণ। কিন্তু সময় আজ পাল্টাছে। হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় আজ শ্রমজীবী মানুষ বুঝতে শিখেছে ধর্ম আর জাতের খেলা। পাকিস্তান , বাংলাদেশে রুখে দাড়াচ্ছে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের পাশে। পাকিস্তানের ন্যাশানাল স্টুডেন্টস ফ্রন্টের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা হাতেহাত রেখে গড়ে তুলছে মানব-বন্ধন যাতে হিন্দুরা পালন করতে পারে তাদের খুশির উৎসব হোলি, তারা পাহারা দেয় মন্দির।বাংলাদেশে হিন্দু এবং মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে মিটিঙে মিছিলে পথে নামছে মুসলিমরাও।

ভারতে গরিব হিন্দু দলিত , মুসলিম, শিখরা এক সাথে রুখে দাড়াচ্ছে দাঙগাবাজদের বিরুদ্ধে। উত্তর থেকে দক্ষীণ ভারতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা রুখে দিচ্ছে হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদিদের আঁতাত।

কোন আগ্রাসি হিন্দু কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র নয় সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, কৃষ্ণা, নর্মদা, গোদাবরির বক্ষে চলমান উর্বর সাংস্কৃতিক সমাজ দেখতে এবং দেখাতে জানে এমন দেশ গড়ার স্বপ্ন যেখানে মানুষ হবে প্রকৃত স্বাধীন, কারণ এই গতিশীল সমাজের ভীত স্বতন্ত্র যা প্রতেকটা মূহর্ত নিজেকে একাত্ম করছে বদলে যাওয়া সময়ের সাথে।

#সাম্য